২৮ জুলাই ২০২০

কক্সবাজার সিএসও-এনজিও ফোরামের (CCNF) বিবৃতি

রোহিঙ্গা সহায়তায় CERF (Central Emergency Response Fund) বন্টন থেকে ISCG (Inter-Sector Coordination Group) এবং জাতিসংঘের টপ-ডাউন এপ্রোচের মধ্য দিয়ে স্থানীয় এনজিওদের বাদ দেয়া তাদেরই ঘোষিত নীতির পরিপন্থী।

১। CERF হচ্ছে জাতিসংঘের নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক, জাতীয় ও স্থানীয় এনজিওসমূহের আলোচনার ভিত্তিতে তৈরি একটি তহবিল, যা জরুরি মানবিক ত্রাণ কার্যকমে ব্যবহারের জন্য সরকার, জাতিসংঘের সংস্থা, আন্তর্জাতিক, জাতীয় ও স্থানীয় এনজিওদের প্রদান করা হয়। এ বছর (২০২০) মার্চ-এপ্রিলে COVID-19 মোকাবেলার জন্য সিইআরএফ তহবিল গঠন করা হয়। GHRP (Global Humanitarian Response Plan) তে কোভিড-১৯ মোকাবেলার জন্য অগ্রাধিকার দেয়া হয়। প্রথমে রাষ্ট্র হিসেবে পুরো বাংলাদেশকে অন্তর্ভুক্ত না করে এই তহবিলে শুধু রোহিঙ্গা সহায়তাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশের কয়েকটি এনজিও-সিএসও নেটওয়ার্ক CCNF, NAHAB এবং BDCSO Process প্রমুখের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

২। বলার অপেক্ষা রাখে না, স্থানীয় এনজিওরাই সবসময় যেকোনো দুর্যোগে প্রথম ও দ্রুত সাড়াপ্রদানকারী। ২০১৭ আগস্টে স্থানীয় এনজিওরাই নিজেদের সম্পদ নিয়ে রোহিঙ্গা সহায়তায় সবার আগে ঝাঁপিয়ে পড়ে। COVID-19 মহামারী আসার পরও তারা পুরো কক্সবাজার জেলা এবং রোহিঙ্গা ক্যাম্পে কাজ করে বিদেশি সহায়তা আসার আগেই। কিন্তু বর্তমানে দেখা যাচ্ছে, এদেরকেই রোহিঙ্গা সহায়তার সকল কাজ থেকে ক্রমান্বয়ে অবহেলা করা হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে।

৩। প্রথমে উক্ত তহবিল থেকে শুধুমাত্র রোহিঙ্গা সহায়তার জন্য ৩০ লাখ ডলার (প্রায় ২৫ কোটি টাকা) বরাদ্দ রাখার ঘোষণা দেয়া হয় ৩০ জুন। উক্ত তহবিলের মাধ্যমে প্রকল্প প্রস্তাবনার আবেদন করার জন্য মাত্র ২ দিনের সময় দিয়ে ২ জুলাই আবেদনের শেষ তারিখ ঘোষণা করা হয়। সেই সাথে আবেদনের আরো কিছু শর্ত জুড়ে দেয়া হয়, যেমন- (১) আবেদনকারী এনজিওর স্বাধীন প্রকল্প থাকতে হবে। উল্লেখ্য, স্থানীয় বা জাতীয় এনজিওকে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে কোনো প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হলে এনজিও ব্যুরো থেকে অনুমোদন নিতে হয় যার মেয়াদ মাত্র ৬ মাস। কিন্তু জাতিসংঘের প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কোনো এনজিও'র এই অনুমোদন প্রয়োজন হয় না। (২) JRP (Joint Response Plan) তে সে সম্পর্কিত চলমান প্রকল্প থাকতে হবে এবং (৩) Health এবং WASH সেক্টরে বাস্তবায়নরত প্রকল্প থাকতে হবে। আমাদের মতে, আবেদনের জন্য অতি স্বল্প সময় ও শর্ত জুড়ে দেয়া হয়েছে, যাতে স্থানীয় এনজিও এই তহবিলের জন্য আবেদন করতে না পারে, যাতে শুধুমাত্র প্রকল্প প্রস্তবনায় পারদর্শী আন্তর্জাতিক এনজিও বা বৃহৎ জাতীয় এনজিও এতে অংশ নিতে পারে।

আমরা ৩০ জুন বিকালেই এ ধরনের শর্ত আরোপের বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করতে UNRC (UN Resident Coordinator) মহোদয়কে চিঠি দিই। চিঠিতে উল্লেখ করা হয়, (১) স্থানীয় এনজিওরা স্বাধীন প্রকল্প করার তহবিল কোথায় পাবে? যদিও তাদের অনেকেই নিজেদের টাকায় স্বউদ্যোগে করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় নিজেদের এলাকায় অনেক কাজ করেছে। (২) ISCG এবং JRP বেশ জটিল প্রক্রিয়া। এখানে ভাষাগত ভিন্নতা থাকায় দোভাষীর প্রয়োজন হয়, এবং সেকারণে এখানে স্থানীয় এনজিও প্রতিনিধিরা ঢুকতে পারেন না। অনেকে উদ্যোগ নিয়ে অবদান রাখার লক্ষ্যে ঢুকলেও অনুকূল পরিবেশ না থাকায় পরে বেরিয়ে যেতে হয়েছে। (৩) ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারির আগে কেউ জানতেন না বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ হবে। ২০১৭ সালে রোহিঙ্গা শরণার্থীরা বাংলাদেশে আসার পর কক্সবাজারের স্থানীয় এনজিওরা Health এবং WASH নিয়ে কাজ করেছে। অনেকেই নিজেদের পয়সায় এই সেক্টরে প্রাথমিক কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন। পরবর্তীতে প্রয়োজন ফুরিয়ে যাওয়ায় তা ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তারা কিংবা নতুন করে কোনো এনজিও এই দুটি সেক্টরে আর প্রবেশ করতে পারেননি। সিসিএনএফ এ বিষয়ে বিবৃতি দিয়েছে।

৪। আমাদের উক্ত চিঠির প্রত্যুত্তরে UNRC মহোদয় ৪ জুলাই জানান, তারা তাদের অবস্থান থেকে সরতে পারবেন না। তিনি বলেন, JRP পরিবর্তনের সময় আমাদের অর্থাৎ স্থানীয় এনজিওদের অংশগ্রহন করা উচিত ছিল, বিশেষ করে SEG (Strategic Executive Group), জেলা প্রশাসক এবং শরণার্থী, ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের মাধ্যমে। আমরা জবাবে বলেছি, SEG কেবল একটি অবহিতকরন সভা, এখানে অংশগ্রহনের সুযোগ নাই। জেলা প্রশাসক ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের সাথে ISCG'র সভাসমূহে স্থানীয় এনজিওদের অবদান রাখার সুযোগ অনেকটাই সীমিত।

৫। এরপরে আমরা আবার জানতে পারি, বাংলাদেশসহ কয়েকটি রাষ্ট্রের জন্য এক্ষেত্রে আরো ২৫ মিলিয়ন ডলার (প্রায় ২২০ কোটি টাকা) বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। আমরা এ বিষয়ে URNC'র সাথে একটিবারের জন্য সাক্ষাৎকারের অনুরোধ করি। তিনি আমাদের ১৫ জুলাই সময় দেন। আমরা সেখানে আন্তর্জাতিক, জাতীয় ও স্থানীয় এনজিওর জন্য তহবিলের যথাক্রমে ৩০%, ৩৫% ও ৩৫% বরাদ্দের অনুরোধ করি। কিন্তু সেখানে দুঃখজনকভাবে আমাদের জানানো হয়, এই

তহবিলের পুরোটাই আন্তর্জাতিক এনজিওদের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়ে গেছে। আমরা সেখানে, পুরো আইএসসিজি প্রক্রিয়ার সংস্কারের অনুরোধ জানাই এবং সেখানে স্থানীয় এনজিও ও স্থানীয় সরকারের অভিগম্যতারও অনুরোধ করি।

৬। আইএসসিজি'র একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে আমরা জানতে পারি, ঐ তহবিল থেকে ৩টি জাতীয় এবং দুটি আন্তর্জাতিক এনজিওকে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। আমরা পুরো বিষয়টিকে একটি টপ-ডাউন প্রক্রিয়া এবং স্থানীয় এনজিওদের এ থেকে দূরে রাখার প্রচেষ্টা বলে অভিহিত করি। এবং একে আমরা জাতিসংঘের ঘোষিত নীতি, স্বচ্ছ প্রক্রিয়া ও নৈতিকতার পরিপন্থী বলে মনে করি।

- জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের স্বাক্ষরিত গ্রান্ড বারগেইন প্রতিশ্রুতিসমূহে স্পষ্টভাবে স্থানীয় এনজিওদের স্থায়িত্বশীলতা, মিতব্যয়িতা ও দায়বদ্ধতার ব্যাপারে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।
- সম্প্রতি মে ২০২০ IASC (Inter-Agency Standing Committee) ঘোষিত অন্তর্বর্তীকালীন স্থানীয়করণ নির্দেশিকায় (Interim Guidance on Localization) বলা হয়েছে, করোনা ভাইরাস সংক্রমণকালে যেহেতু স্থানীয়রা ছাড়া মাঠে আর কেউ নেই, তাই স্থানীয় এনজিও ও স্থানীয় সরকারকে গুরুত্ব প্রদানের সুপারিশ করা হয়েছে।

৭। জাতিসংঘের উর্ধতন কর্মকর্তারা স্থানীয়করন নিয়ে অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। রোহিঙ্গা সহায়তার ক্ষেত্রে তারা স্থানীয়করন টাস্ক ফোর্স গঠন করেছেন, কিন্তু গত ২ বছর ধরে তা অত্যন্ত ঢিলেঢালাভাবে চলেছে। ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর পিস এন্ড জাস্টিস বিভাগকে তারা নিয়োগ করেছেন স্থানীয়করনের একটি রোডম্যাপ তৈরি করার জন্য। কিন্তু আমাদের বারংবার অনুরোধ সত্ত্বেও তারা এটিকে ত্বরান্বিত করছেন না। আমরা মনে করতে বাধ্য হচ্ছি, তারা কালক্ষেপনের মাধ্যমে স্থানীয়করনের প্রক্রিয়াকে বিস্মৃত করতে চাচ্ছেন।

৮। প্রতিবার JRP প্রণয়নের সময় আমরা CCNF'র উদ্যোগে ঐ প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে চেয়েছি। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি বিশেষ করে স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের সাথে এ বিষয়ে আলোচনার সুযোগ করিয়ে দিতে চেয়েছি। কিন্তু বর্তমান ISCG নেতৃবৃন্দ এই প্রস্তাবকে সম্পূর্ণ অবহেলা করেছেন।

৯। আমরা সেপ্টেম্বর ২০১৭ থেকে অব্যাহতভাবে কক্সবাজার ও ঢাকায় সেমিনার, সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে নিম্নলিখিত অনুরোধসমূহ উত্থাপন করে আসছি- (১) আর্থিক স্বচ্ছতা ও ব্যবস্থাপনা ব্যয় হ্রাস, (২) সরবরাহ-ভিত্তিক বিদেশি বিশেষজ্ঞ নিয়োগ না দিয়ে চাহিদাভিত্তিক নিয়োগ প্রদান এবং পরিকল্পিতভাবে স্থানীয়দের কাছে ক্রমান্বয়ে দায়িত্ব ও জ্ঞান হস্তান্তর, (৩) কর্তৃত্বের অভিন্ন পদ্ধতি ও অভিন্ন তহবিল ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সেখানে শরণার্থী, ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার ও জেলা প্রশাসকের অবস্থান শক্তিশালী করা, (৪) আইএসসিজি'র কক্সবাজারের সকল কার্যক্রম বাংলা ভাষায় প্রচলন (যা ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশে গ্রান্ড বারগেইন মিশনের সুপারিশেও প্রস্তাব করা হয়েছিল), (৫) রোহিঙ্গা সহায়তা ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় এনজিও ও স্থানীয় সরকারের অন্তর্ভুক্তিকরণ, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের অংশগ্রহন, এবং সর্বোপরি (৬) আন্তর্জাতিক এনজিওদেরকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীন তহবিলে প্রকল্প আবেদন না করে তাদের নিজ দেশ থেকে তহবিল সংগ্রহের অনুরোধ জানিয়ে আসছি। (৭) বাংলাদেশের জন্য ঘোষিত এবং বাংলাদেশে অবস্থিত তহবিলে শুধুমাত্র স্থানীয় ও জাতীয় এনজিওদের আবেদন করার অধিকার বিবেচনা করা উচিত।

এসকল অনুরোধের মাধ্যমে আমরা মূলত তহবিল বাণিজ্যের (Aid Business) পরিবর্তে তহবিলের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন (Empowerment through Aid) পদ্ধতির অবতারণা করতে চাই। আমরা মনে করি, এই পদ্ধতি স্থানীয় জনগোষ্ঠী তথা ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে ক্ষমতায়িত করবে।

বিনীত,

কক্সবাজার সিএসও-এনজিও ফোরাম (CCNF)

www.cxb-cso-ngo.org

সচিবালয়: কোস্ট ট্রাস্ট, ৭৫, লাইট হাউজ রোড, কলাতলি, কক্সবাজার।